

সংগীতলেখ্য  
আর্যশ্রাবক বনভন্তে



পরমপূজ্য সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে)



## কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকোনো এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!

জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Agrakirti Bhante

## রচনা, সূর ও কণ্ঠে শাক্যমিত্র বড়ুয়া



কণ্ঠে :  
শাক্যমিত্র বড়ুয়া



পরিচালনায় :  
মিলন বড়ুয়া



ধারা বর্ণনায় :  
অধ্যাপক প্রিয়তোষ বড়ুয়া

### সার্বিক তত্ত্বাবধানে



তপন বড়ুয়া



সঞ্জয় বড়ুয়া চৌধুরী (মুন্না)

### সহযোগী কণ্ঠে



তান্বী বড়ুয়া



রশ্মি বড়ুয়া



হৈমন্তী বড়ুয়া

# দৃষ্টিকোণ থেকে দৃষ্টি

মিলন বড়ুয়া, রাণী ইলেক্ট্রনিক্স ২৮, হাজারী লেইন, চট্টগ্রাম।

১৯৮৪ সালের এক সন্ধ্যায় গায়ে পাঞ্জাবীপড়া, চোখে চশমা, লম্বাচুল, হাতে পাডুলিপি, এক ভদ্রলোক দাড়িয়ে আছেন ৬০নং হাজারী লেইনের ছোট্ট একটি টিনের ছাউনীর দোকান ঝংকারের সামনে। মূলত “ঝংকার” একটি বাদ্যযন্ত্র প্রস্তুত এবং মেরামতের দোকান স্বত্বাধিকারী বাবু তপন বড়ুয়া বিশিষ্ট রবীন্দ্র সংগীত শিল্পী চট্টগ্রাম বেতার ও টেলিভিশন। কিছু কথা আমাকে একটু বাড়িয়ে লিখতে হচ্ছে কারণ এটি না লিখলে একটি সত্য গোপন থেকে যাবে। তপন বাবু আমার পরম আত্মীয় ছোট বোনের জামাতা। আমি আত্মবাদ বিসিসিআই ব্যাংকে তখন ডলারের ব্যবসার সাথে জড়িত ছিলাম বিধায় তপন বাবুর দোকানে এসে মাঝে মধ্যে সময় কাটাতাম। তপন বাবু আমাকে একদিন বললো দাদা আগেতো ছিলাম একা এখন খরচ বেড়ে গেছে আরেকটা ব্যবসা না করলে চলতে পারবো না এবং পরিবার পরিজন নিয়ে শহরে থাকতে পারব না। যেই কথা সেই কাজ তপন বাবুকে বললাম, কি ব্যবসা করা যায় চিন্তা করে দেখো। তপন বাবু বললো দাদা ক্যাসেটের ব্যবসা করবো চিন্তা করেছি কারণ হারমোনিয়াম ব্যবসার সাথে ক্যাসেটের ব্যবসার মিল আছে। ঠিক আছে যেটা ভাল মনে কর সেটাই কর। ক্যাসেটের ব্যবসা করতে হলে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোকের প্রয়োজন। তপন বাবু আমাকে বলল আমার এক বন্ধু আছে আমি তার সাথে আলাপ করে আপনাকে জানাব। তপন বাবুর বন্ধু বাবু বসুমিত্র বড়ুয়া তখন চট্টগ্রাম বিপনী বিতানে “কাকলী রেডিও” নামে একটি দোকানে চাকুরী করতো বসু বাবুকে প্রস্তাব দেওয়ার সাথে সাথেই বসু বাবু রাজী হলেন এবং আমার সাথে দেখা করলেন। বসু বাবু একটি ছোট্ট শো-কেইস বানিয়ে ব্যবসা শুরু করলেন। আমি ক্যাসেট বাজানোর জন্য একটি ডেকসেট ও কিছু ক্যাসেট কিনে দিলাম। সেই থেকে ঝংকার রেকডিং সেন্টারের যাত্রা শুরু আমিও তাদের সাথে জড়িয়ে গেলাম। ১০/১২ জন লোক রাতদিন পরিশ্রম করছে ঝংকারের পেছনে। বুদ্ধের পরিভাষায় প্রত্যেক জিনিষ ক্ষয়শীল। সৃষ্টি হলে ধ্বংস হবে। জন্ম হলে মৃত্যু অবধারিত। ঠিক তেমনভাবে একটি প্রচণ্ড ঝড়ের আঘাতে ঝংকার ভেঙ্গে গেলো। আমিও ঝংকার থেকে চলে আসলাম। ঝংকারে যখন আমি টাকা বিনিয়োগ করলাম প্রতিদিন রাতে আমি দুঃচিন্তায় ছিলাম কারণ ছোট্ট একটি টিনের ছাউনী দোকান দ্বিতীয়ত পাশে একটি চায়ের দোকান যেকোন সময় একটি বিপদ হতে পারে। আমার বাবাও আমাকে বললেন আত্মীয় স্বজনের সাথে বেশী জড়ানো ভাল নয় যতটুকু করেছো তার বেশী করার প্রয়োজন নেই চলে আস। তারপরেও আমি বসু বাবুর সাথে আলাপ করলাম বসু বাবু বললেন আপনি চলে গেলে তপন বাবু ক্যাসেটের ব্যবসা করতে পারবে না। বিভিন্ন দিক চিন্তা করে আমি ঝংকারের সামনে মোহাম্মদী মার্কেটের ২য় তলায় একটি দোকান নিলাম এবং আমার মায়ের নামে



আমার বর্তমান প্রতিষ্ঠান রাণী ইলেকট্রনিক্স নাম রাখলাম। এটাই আমার অপরাধ। তপন বাবুকে বললাম নিরাপত্তার জন্য দোকানটা নিয়েছি কত ব্যবসায়ীদের ৫/৬টা দোকান আছে। তপন বাবু আমার কথাটা সহজভাবে মেনে নিতে পারল না। তখন আমি প্রস্তাব দিলাম ঠিক আছে আমার দোকান সহ মিলিয়ে “ঝংকার ও রাণী ইলেকট্রনিক্স” নাম দিয়ে যৌথভাবে ব্যবসা কর। যৌথভাবে অনেকদিন ব্যবসা করার পর ঝংকার ও রাণী ইলেকট্রনিক্স আবারও আলাদা হয়ে গেল।

যাকে নিয়ে আমার এই লেখা সেই লম্বা চুল, চোখে চশমা, গায়ে পাঞ্জাবী পরা ভদ্রলোকটি বাইরে দাঁড়িয়ে এদিক-সেদিক দেখার পর দোকানে ঢুকলেন। নমস্কার দাদা আমি বললাম নমস্কার। ভদ্রলোকটিকে বসতে বললাম। উনি বললেন আপনাদের ছোট্ট দোকানে আমি বসলেতো যেই জায়গা আছে তিন ভাগের দুই ভাগ চলে যাবে আপনাদের কাষ্টমার কোথায় বসাবেন। আমি বললাম আপনি আমাদের কাষ্টমার না? না, ভাই, আমি কাষ্টমার নই ক্যাসেট কিনার জন্য আসি নাই ক্যাসেট বানানোর জন্য এসেছি। আমিতো মহাখুশী, এই লোক ক্যাসেট কিভাবে বানাবেন এই লোককেই তো আমার প্রয়োজন, যেই লোক ক্যাসেট বানাতে পারে। ভদ্রলোকটি তখন বললেন ভাই আমি মিলন বাবুর সাথে একটু কথা বলতে চাই। আমি বললাম যা কিছু বলার আমাকে বলতে পারেন। ভদ্রলোকটি বললেন ভাই এই পান্ডুলিপি নিয়ে কতজনের কাছে গিয়েছি, একটি ক্যাসেট রেকডিং করার জন্য কেউ আমাকে পাত্তাই দিল না। বহু আশা করে আপনাদের কাছে এসেছি, আগে আমাকে কথা দিন। এক মহা সমস্যার মধ্যে পড়লাম। ক্যাসেট রেকডিং করার প্রতিশ্রুতি না দিলে আমাকে পান্ডুলিপি দেখাবেন না। কি সেই পান্ডুলিপি? যিনি এই পান্ডুলিপি নিয়ে বিত্তবানদের দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন। ঠিক আছে আপনাকে কথা দিলাম। আমার সামর্থ্যের মধ্যে যদি থাকে তবে এক সপ্তাহের মধ্যে ক্যাসেট রেকডিং করব। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন আগে চা খাবো তারপর পান্ডুলিপি দেব। পান্ডুলিপি হাতে পাওয়ার পর আমি দেখে অভিভূত হয়ে গেলাম। কি সুন্দর গাঁথুনী, লেখার ধারাবাহিকতা, সহজ ভাষা বুঝতে কারো অসুবিধা হবে না।

তথাগত গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্মের কাহিনী অবলম্বনে রচিত এবং সেটাই বোধিসত্ত্বের শেষ জন্ম। যেই জন্মে দানপারমী, শীলপারমী, ভাবনাপারমী, পরমার্থপারমী, রাজ্যদান, স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদান, নিজের শরীরের মাংস পর্যন্ত দান করেছেন সেই “দানবীর বেসান্তরের” পান্ডুলিপি।

এই সেই ভদ্রলোক যিনি আমাদের সকলের পরিচিত চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে এম,এ ডিগ্রী লাভ করে জে.এম.সেন কলেজ এবং সালেনূর ডিগ্রী কলেজে ৫



বৎসর অধ্যাপনা করার পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অধীনে সমাজ কল্যাণ অধিদপ্তর থেকে উপ-পরিচালক হিসেবে অবসর গ্রহণ করেন। একজন সফল গীতিকার-সুরকার-বিচারক-সংগীত পরিচালক-চট্টগ্রাম বেতার ও টেলিভিশনের লোকসংগীতশিল্পী, বাউল সম্রাট উপাধিপ্রাপ্ত বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী শাক্যমিত্র বড়ুয়া। যার সুললিত কণ্ঠে বের হয়েছে অডিও ক্যাসেট, সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ, বুদ্ধ সংকীর্তন, দস্যু অঙ্গুলীমাল, দানবীর বেসসান্তর ১ম ও ২য় পর্ব, সিদ্ধার্থের বুদ্ধত্বলাভ, বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ ১ম থেকে ৪র্থ পর্ব, গীতিআলেখ্য জ্ঞানতাপস জ্ঞানীশ্বর, বিশ্ববরেণ্য বিদ্বদ্বানন্দ মহাথের ১ম পর্ব ও ২য় পর্ব, জীবনালেখ্য শান্তরক্ষিত মহাথের, জীবনালেখ্য বিদ্বদ্বাচার মহাস্থবির, মহাউপাসিকা বিশাখা, অরহৎ উপগুপ্ত, পটাচারী, লাভীশ্রেষ্ঠ সীবলী মহাস্থবির ১ম ও ২য় পর্ব, প্রণমি তোমায় কীর্তন, রাজসন্ন্যাসী, শঙ্কুমিত্র, জীবনালেখ্য ড. রাষ্ট্রপাল মহাথের। বর্তমান পরমপূজ্য “আর্যশ্রাবক বনভন্তের” সংক্ষিপ্ত জীবনের উপর ভিত্তি করে সংগীতালেখ্য “আর্যশ্রাবক বনভন্তের” সিডি সর্বত্র পাওয়া যাচ্ছে।

পরমপূজ্য মহাসাধক বনভন্তেকে আমাদের সশ্রদ্ধ বন্দনা জানিয়ে মূল কথাটি লিপিবদ্ধ করতে যাচ্ছি। আমার পরম আত্মার আত্মীয়। নাতি মিথুন বড়ুয়া (বর্তমান ফ্রান্স প্রবাসী) মোবাইল ফোনে জানাল দাদু পরম শ্রদ্ধেয় বনভন্তের জীবনীর উপর ভিত্তি করে একটি ভিডিও সিডি প্রকাশ করার ইচ্ছে করেছি তা কিভাবে সম্ভব আপনি আমাকে একটু পরামর্শ দিন। আমি বললাম দাদু টাকার বাজেটের উপর নির্ভর করে কাজ করতে হবে কমপক্ষে ১ লক্ষ টাকা থেকে শুরু করে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত খরচ হয় এক একটি ভিডিও সিডিতে। মিথুন বলল দাদু আমি এবং আমার এক বন্ধু লেটন মিলে চিন্তা করেছি ৪০ হাজার টাকার মধ্যে মোটামুটিভাবে ৪০০/৫০০ কপি সিডি বহুজনের হিত-সুখ ও মঙ্গলের জন্য বিনামূল্যে বিতরণ করব। আমি যখন ইতস্তত করতে লাগলাম নাতি আমাকে এমন ছোবল মারল, সেই ছোবলের আঘাতে আমি স্থির থাকতে পারলাম না। মিথুন আমাকে বলল দাদু আমরা বিদেশে এসে যদি টাকা না দিতাম আপনি ৪০ হাজার টাকা কোথায় পেতেন এতদিন নিজের টাকা দিয়ে সদ্ধর্ম প্রচার কাজে ব্যস্ত ছিলেননা? আশীর্বাদ করেন যদি ভবিষ্যতে আমরা সুবিধা করতে পারি বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য একটি “ফাউন্ডেশন” করব তখন আমি দেখব আপনি কত লক্ষ টাকা খরচ করতে পারেন। শাক্যবাবুর সাথে আলোচনা করলাম, তিনি বললেন মিলন বাবু ১ লক্ষ টাকার কম হলে আপনাকেই খরচ বহন করতে হবে। আমি শাক্যবাবুকে বললাম ১৯৮৪ সালের কথা মনে নেই, পাণ্ডুলিপি নিয়ে দ্বারে দ্বারে গিয়ে কেউ ৫ হাজার টাকাওতো দেয় নাই। পরমপূজ্য বনভন্তের আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে কাজে হাত দিলাম। শাক্যবাবুকে বললাম আপনি পাণ্ডুলিপি তৈরী করেন যা হবার হবে। পাণ্ডুলিপি তৈরী করে শ্রদ্ধেয় “বনভন্তের” হাতে দিয়ে সকলের মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করলাম। ভন্তেকে বললাম ভন্তে আপনার এত বড় মহৎ জীবনের হাজার ভাগের এক ভাগ কাজ করার সুযোগ আমাদের প্রদান করুন।



পরম শ্রদ্ধেয় “বনভন্তের” অনুমতি নিয়ে এবং ভন্তের একনিষ্ঠ সেবক পরম শ্রদ্ধেয় শ্রীমৎ আনন্দমিত্র ভিক্ষুর সার্বিক সহযোগিতায় আমরা প্রথমে চলে গেলাম ধনপাতার সেই মহারণ্যে। তারপর বিভিন্ন লোকেশানের ভিডিওচিত্র ধারণ করতে আরম্ভ করলাম। শিল্পী এবং কলাকুশলীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফসল সংগীতালেখ্য “আর্যশ্রাবক বনভন্তে”।

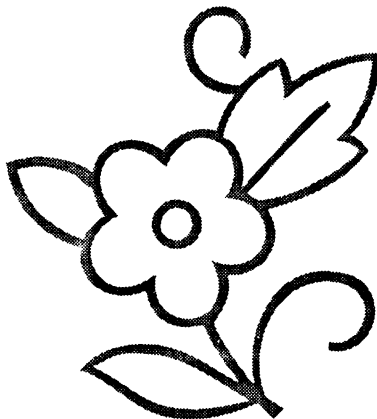
প্রযোজনা ও প্রকাশনায় মিথুন বড়ুয়া (বর্তমান ফ্রান্স প্রবাসী)। পিতা বাবু মিলন বড়ুয়া ও মাতা শেলু বড়ুয়া, নিবাস হোয়ারাপাড়া, রাউজান, চট্টগ্রাম। ও লোটন বড়ুয়া (বর্তমান ফ্রান্স প্রবাসী)। পিতা বাবু দুলাল বড়ুয়া ও মাতা অঞ্জলি বড়ুয়া, নিবাস পশ্চিম বিনাজুরী, রাউজান, চট্টগ্রাম।

মিথুন ও লোটন বড়ুয়ার প্রতি রইল অনেক অনেক প্রীতি শুভেচ্ছা ও আশীর্বাদ। তোমাদের কর্মময় জীবন আরো সুন্দর হউক। ভবিষ্যতে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার কাজে তোমাদের সহযোগিতা পাই, “তথাগত বুদ্ধ” সমীপে এই প্রার্থনা করছি।

“ধম্মদানং সর্বদানং জিনাতি”  
ধর্মদান সকল দানকে জয় করে।

এই দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে তোমরা অপ্রমেয়, অপ্রমেয় পুণ্য সঞ্চয় করেছে।

বুদ্ধ শাসনের জয় হউক  
বনভন্তের জয় হউক।





# যোগসূত্র বা সত্য যোগাযোগ

শিল্পী শাক্যমিত্র বড়ুয়া

উপ-পরিচালক (অবঃ) গীতিকার, সুরকার, সংগীত পরিচালক ও গবেষক, বাংলাদেশ বেতার।

(১) ১৯৮৪ ইং (২) ঝংকার রেকডিং সেন্টার (৩) দানবীর বেসসান্তরের পাভুলিপি (৪) মিলন বড়ুয়া (বর্তমান রানী ইলেকট্রনিক্সের মালিক (৫) আমি একজন মানুষ। এই পঞ্চ ক্ষেত্রে পঞ্চরূপের সঠিক যোগাযোগ এক যুগান্তকারি ঘটনা ১৯৮১ ইং হতে ১৯৮৪ ইং দীর্ঘ ৩ বৎসর চট্টগ্রামের অনেক ধনী লোকের সমীপে প্রস্তাব রেখেছি এমন কি অনেক বড় বড় ক্যাসেট দোকানের মালিকের সাথে আলাপ করেছি দানবীর বেসসান্তর ক্যাসেটে ধারণ করার জন্য। কেউ আমার কথার মূল্য দেয়নাই বরং বাজে কথা বলেছে। হতাশ আমি হইনি মোটেই। অবশেষে হাজারী লেইন এবং ঝংকারের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। ঝংকার দোকানে ক্রেতার অসম্ভব ভীড়। কষ্ট করে ঢুকে পড়লাম। সাদা শার্ট গায়ে, কালো রঙের ভদ্রলোক আমাকে ভীড়ের মধ্যে জিজ্ঞাসা করলেন বলুন আপনার কি ক্যাসেট চাই। আমি চমকে উঠলাম কি বলব ভেবে পাচ্ছি না। হঠাৎ বলেই দিলাম ভাই আমি ক্যাসেট কিনতে আসিনি, ক্যাসেট করতে এসেছি। আচ্ছা মিলন বাবুকে পাওয়া যাবে! ভদ্রলোক আমার দিকে চেয়ে রইলেন এবং বললেন একটু বসুন। কিছুক্ষণ পর সেই লোকটা বললেন চলুন এক কাপ চা খেয়ে আসি। দু'জনে চায়ের দোকানে গেলাম তিনি বললেন আমার নাম মিলন বড়ুয়া বলুন কি ব্যাপার। সুযোগ পেয়ে সবকিছু খুলে বললাম। সাথে সাথে মিলন বাবু বললেন ৭দিনের মধ্যে আপনার গান রেকডিং করে বাজারে ছাড়ব সমস্ত খরচ ঝংকার বহন করবে আপনি প্রস্তুত থাকুন। যেই কথা সেই কাজ ৭ দিনের মধ্যেই বাজারে এলো 'দানবীর বেসসান্তর' চারিদিকে পড়ে গেল বেসসান্তরের ক্যাসেট কিনার হিড়িক। এই যে শুরু হলো ২০০৯ ইং পর্যন্ত একের পরে এক ক্যাসেট, সিডি, ভিসিডি। বর্তমান ক্যাসেট, সিডি, ভিসিডি'র সংখ্যা ২৫টি। জানিনা কতটুকু কি করেছে। তবে মিলন বাবুর সাথে দেখা না হলে এই দুর্গম পথ পাড়ি দিতে পারতাম না। মিলন বাবুর কাছে কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সবশেষে বলব পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী হল "বুদ্ধ"। পৃথিবীর প্রথম গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা "ভগবান বুদ্ধ"। পৃথিবীর প্রথম ভাষা সৈনিক "ভগবান বুদ্ধ"। পৃথিবীর সর্বপ্রথম, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী "ভগবান বুদ্ধ"। পৃথিবীর একমাত্র স্বাধীনতাকামী ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা "বুদ্ধ"। সমগ্র বিশ্ব আজ বুদ্ধ নীতিতে বিশ্বাসী এবং মেডিটেশনের দিকে ধাবিত। আমরা বৌদ্ধ জাতি দলাদলিতে ডুবে আছি কেন? বুদ্ধের কোন দল ছিল না। শ্রদ্ধেয় বনভন্তে তার ধর্মদেশনায় প্রতিদিন বলে যাচ্ছেন আমরা কি বুদ্ধের পক্ষে নাকি মারের পক্ষে। আড়াই হাজার বৎসর পর বাংলাদেশে এই প্রথম পেয়েছি একজন মহান সাধক। লোকোত্তর মহামানব শ্রদ্ধেয় 'বনভন্তে' সমগ্র বিশ্বে যার নাম ধ্বনিত। আসুন সবাই মিলে বনভন্তের কাছে যাই একটু শান্তির জন্য।

জয়তু বুদ্ধ শাসনম্

জয়তু বনভন্তে।





# নমো সমুদ্রায়

স্বামী বিবেকানন্দ

এক ॥

বুদ্ধ আমার ইষ্ট, আমার ঈশ্বর ।

তিনি এসেছিলেন আমার ঘরে, জীবনে আমার, একেবারে বাল্যকালে ।

তখন স্কুলে পড়ি, ধ্যান করছি রুদ্ধ ঘরে,

অকস্মাৎ আবির্ভূত জ্যোতিময় পুরুষ, সম্মুখে;

মুখে অপূর্ব আলোক, মুণ্ডিত মস্তক, পাত্র হস্তে প্রশান্ত সন্ন্যাসী,

ভাষাময় নয়নে তাকিয়ে আমার দিকে, যেন কিছু বলবেন ।

অভিভূত আমি, প্রণাম করেছি সাষ্টাঙ্গে, কিন্তু ভয় পেয়েছি,

দ্বার খুলে বেরিয়ে এসেছি নির্বোধের মতো,

শোনা হয়নি তাঁর কথা ।

জানি তবু জানি— প্রভু বুদ্ধই এসেছিলেন আমার কাছে ।

তারপর একদিন বুদ্ধগয়ায় ধ্যানে বসেছি বোধিবৃক্ষতলে,

আর শিউরে উঠেছি— এও কি সম্ভব ।—

যে-বায়ুতে নিশ্বাস নিয়েছিলেন তিনি—

তাতেই শ্বাস নিচ্ছি আমি ।

যে-মাটিতে বিচরণ করেছিলেন—

তাতেই অবস্থিত আমিও!

বুদ্ধ

তিনি সেই একমাত্র যাঁতে আবির্ভূত এবং বিঘোষিত এই বার্তা—

‘মৃত্যু মহা অভিশাপ— অভিশাপ এ-জীবন ।

মৃত্যু ও জীবনের লয় যে-নির্বাণে—

তাই হোক মানবের ধ্রুব আশ্রয় ।’

দুই ॥

জগৎ দেখেনি তার মতো সংস্কারক

যিনি বলেছেন স্থির কণ্ঠে :



কিছু শুনেছ বলেই তাকে বিশ্বাস করো না;  
বংশানুক্রমে কোন মত পেয়েছ বলেই তাকে বিশ্বাস করো না;  
প্রাচীন কোনো ঋষির বাক্য বলেই তাকে বিশ্বাস করো না;  
বিচার করো, বিশ্লেষণ করো, দ্যাখো যুক্তির সঙ্গে মেলে কিনা;  
দ্যাখো তা সকলের কল্যাণকর কিনা,  
যদি হয়, তবেই গ্রহণ করো,  
আর জীবন যাপন করো সেই মতো।

তार्কিক ব্রাহ্মণকে বুদ্ধ প্রশ্ন করলেন-  
আপনারা ব্রহ্মকে দেখেছেন?  
- না।  
আপনাদের পিতা ব্রহ্মকে দেখেছেন?  
- মনে হয় না।  
আপনাদের পিতামহ ব্রহ্মকে দেখেছেন?  
- জানি না।  
হে বন্ধুগণ! যাকে না দেখেছেন আপনি,  
না দেখেছেন আপনার পিতা বা পিতামহ,  
সেই অদৃশ্যের দ্বারা দাবিয়ে রাখতে চান অন্যদের-  
কি আশ্চর্য!

ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়ে ব্রাহ্মণদের মধ্যে চলেছে তুমুল তর্ক,  
কোলাহল, বিষাক্ত বাক্য-বিনিময়।  
বুদ্ধ শান্তভাবে সব শুনলেন, পরে বললেন,  
আপনাদের শাস্ত্রিকি বলেছে- ঈশ্বর ক্রোধী?  
- না বলেনি।  
আপনাদের শাস্ত্র কি বলেছে- ঈশ্বর অপবিত্র?  
- না অবশ্যই বলেনি।  
আপনাদের শাস্ত্র এ-বিষয়ে কী বলেছে?  
- শাস্ত্র বলেছে- ঈশ্বর পবিত্র, ঈশ্বর প্রেমময়, ঈশ্বর মঙ্গলময়।  
স্নিগ্ধ হাসিতে বুদ্ধ বললেন, হে বন্ধুগণ!-  
তাহলে কেন আপনারা চেষ্টা করেন না পবিত্র ও মঙ্গলময় হতে-  
যাতে ঈশ্বরকে জানতে পারেন?  
ধর্মে অলৌকিতার প্রচণ্ড বিরোধী বুদ্ধের কাছে শিষ্যরা সোৎসাহে বললেন-  
এক অলৌকিক ক্রিয়াকারীর কথা।



সে লোকটি নাকি শূন্য থেকে মৃৎভাণ্ড নামাতে পারে ।  
তেমন একটি পাত্র বুদ্ধকে দেখানোও হল ।  
লাথি মেরে সেটি ভেঙে বুদ্ধ বললেন-  
কদাপি অলৌকিকতার উপরে ধর্মকে দাঁড় করাবে না ।  
অনুসন্ধান করো বিশুদ্ধ সত্যের,  
অগ্রসর হও আত্মজ্যোতির আলোকে ।

সত্যের জন্য বুদ্ধের নির্ভয় সন্ধান,  
প্রতিটি প্রাণীর জন্য অপূর্ব প্রেম,  
জগতে অনন্য ।  
ধর্মজগতের মহাসেনাপতি বুদ্ধ,  
সিংহাসন অধিকার করেছিলেন  
অপরকে দান করার জন্যই ।

তিন ॥

বুদ্ধ প্রেরণ করতেন প্রেমপ্রবাহ-  
উত্তরে ও দক্ষিণে, পূর্বে ও পশ্চিমে, উর্ধ্বে ও নিম্নে-  
যতক্ষণ না পূর্ণ হয়ে যায় সমগ্র জগৎ সে অনন্ত শ্রোতে ।  
সম্মুখে রয়েছে আলোকিত বিশ্বজগৎ,  
এ বিশ্বের সবকিছু আমাদের,  
বাহু প্রসারিত করে আলিঙ্গন করো জগৎকে ।

মহারণ্যে বুদ্ধের ধ্যান আত্মমুক্তির জন্য নয় ।  
জগৎ জ্বলছে- নির্গমনের পথ চাই -  
বাঁচার জন্য ।  
জগতে এত দুঃখ কেন- কেন-  
সেই যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত তিনি ।  
অনুসরণ করো তাঁকে- বুদ্ধত্বলাভের পূর্বে যিনি  
পাঁচশত ঊনপঞ্চাশবার জন্মেছেন ও মৃত্যুবরণ করেছেন-  
সেই শ্রীবুদ্ধকে আমার প্রণাম ।

চার ॥

বুদ্ধের ধর্ম দ্রুত ছড়িয়েছিল তাঁর দর্শনের জন্য নয়,  
বুদ্ধের বিস্তারের কারণ তাঁর অপূর্ব প্রেম ।



মানব-ইতিহাসে সেই প্রথম একটি বিশাল হৃদয় করুণায় বিগলিত,  
সিক্ত করেছিল সর্বপ্রাণীকে ।  
ঈশ্বরকে ভালবেসেছে মানুষ কিন্তু ভুলেছে মনুষ্য-ভ্রাতাকে ।  
ঈশ্বরের জন্য প্রাণ দিয়েছে সে- নিয়েছেও প্রাণ-  
ঈশ্বরের নামে ।  
বলি দিয়েছে নিজ সন্তানকে, লুণ্ঠন করেছে অন্য দেশ ও জাতিকে  
খুন করেছে লক্ষ-লক্ষ মানুষকে,  
সিক্ত করেছে ধরিত্রী রক্তে শুধু রক্তে,  
সবই ঈশ্বরের নামে- ঈশ্বরেরই নামে ।  
বুদ্ধের শিক্ষাতে মানুষ প্রথম মুখ ফেরাল অপর ঈশ্বরের দিকে,  
সে ঈশ্বর- মানুষ ।  
বুদ্ধের ভিতর থেকে উঠেছিল বিশুদ্ধ প্রেম আর জ্ঞানের ঢেউ,  
তা ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল দেশের পর দেশ,  
পূর্ব ও পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ- সর্বদিক- সর্ব প্রান্ত ।

অসাম্যের বিরুদ্ধে চির সংগ্রামী,  
জাতিভেদ খণ্ডনকারী,  
অধিকারবাদ নাশকারী,  
সর্বপ্রাণীর সাম্যবিঘোষক,  
লক্ষ-লক্ষ পদদলিতের পরিত্রাতা-  
তিনি তথাগত- বুদ্ধ ।

পাঁচ ॥

বুদ্ধের এই দারুণ বার্তা :  
উন্মুল করো নিজ হৃদয়ের স্বার্থপরতা,  
উন্মুল করো সকলই যা স্বার্থে ভোলায় মানুষকে ।  
স্ত্রী নয়- পুত্র নয়- পরিবার নয়- না- না-  
আবদ্ধ হয়ো না সংসারে ।  
স্বার্থশূন্য হও! স্বার্থশূন্য হও!

অতন্ত্র বুদ্ধের বাণী :  
তীব্রগতি কাল, নশ্বর জগৎ, দুঃখ সর্বস্ব যেখানে ।  
তোমার ঐ উত্তম খানা, সুন্দর বসন, আরামের আবাস!  
হে মোহনিদ্রিত নর-নারী-



ভেবেছ কি কোটি কোটি ক্ষুধাতুরের কথা যারা মৃত্যুপথযাত্রী  
শুধু দুঃখ, শুধু দুঃখ- ভুলোনা এই মহাসত্য ।  
জগতে প্রবেশের মুখে শিশু কাঁদে,  
সেই তার প্রথম উচ্চারণ ।  
কান্নাই সত্য জগতে- সকলে কাঁদছে- কাঁদবে ।  
এই জেনে ত্যাগ করো স্বার্থ ।

আচার্যদের মধ্যে বুদ্ধই সর্বাধিক শিখিয়েছেন  
আত্মবিশ্বাসী হতে ।  
যেখানে স্বাধীনতা সেখানেই শান্তি- তিনি বলেছেন ।  
যেখানে অধীনতা সেখানেই দুঃখ- তিনি বলেছেন ।  
মানুষে রয়েছে অনন্ত শক্তি,  
কেন সে কেবলই প্রার্থনা করবে ঈশ্বরের কাছে?  
প্রতি স্বাসে উপাসনা করছ তোমরা- একথা ভুলো না ।  
আমি তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি- এও উপাসনা ।  
তোমরা শুনছ- এও উপাসনা ।  
শরীর-মনের এমন মুহূর্ত কি সম্ভব যখন মানুষ  
দিব্যশক্তিই প্রকাশলীলার অংশী নয় ।  
প্রার্থনা কি যাদুমন্ত্র যে শব্দোচ্চারণেই অলৌকিক ফল লাভ?  
না- না- প্রত্যেককে শ্রমে ও ধর্মে পৌছতে হবে গভীরে,  
অনন্ত শক্তির উৎসে  
শ্রমই সর্বোচ্চ প্রার্থনা- বাক্য নয় ।  
কর্মের দ্বারা উপাসনা করো- নীরবে ।  
প্রলোভন এসেছিল বুদ্ধের কাছে, হাতছানি দিয়ে বলেছিল,  
ছেড়ে দাও সত্যের সন্ধান,  
ফিরে যাওয়া সংসারে, পুরনো জীবনে, জুয়াচুরি আর মিথ্যার জগতে,  
ভ্রান্ত শব্দে চিহ্নিত করো সদবস্তুকে ।  
প্রলোভনের ধ্বংসস্থূপে দাঁড়িয়ে সেই মহাকাব্য পুরুষ বলেছিলেন,  
সত্যের সন্ধান মৃত্যুও শ্রেয়- অজ্ঞানের জীবনের চেয়ে ।  
যুদ্ধক্ষেত্রে বিনাশও শ্রেয়- পরাভূত জীবনের চেয়ে ।

শত্রু বা মিত্র, কেউ কখনো বলতে পারেনি  
সর্বজনের হিত ছাড়া বুদ্ধ একটি নিশ্বাসও নিয়েছেন,  
একটুকরো রুটিও খেয়েছেন ।



কল্যাণের জন্যই তিনি কল্যাণকৃৎ ।

প্রেমের জন্যই তিনি প্রেমিক ।

বুদ্ধের শিষ্যরা প্রশ্ন করলেন- আমরা সৎ হব কেন?

বুদ্ধ বললেন- তোমরা সদাভাব পেয়েছ উত্তরাধিকারসূত্রে,

সদাভাবের উত্তরাধিকার রেখে যাও পরবর্তীদের জন্য ।

এসো আমরা চেষ্টা করি সমষ্টিগত সাধুতার বৃদ্ধির জন্য,

এসো আমরা সদাচরণ করি সদাচরণের জন্যই ।

মানুষের দুঃখের জন্য মানুষই দায়ী,

মানুষের সদাচরণের প্রশংসা মানুষই পাবে ।

সমুদ্রের ঢেউ নেমে যাবার সময়ে সঞ্চারিত করে যায়

পরবর্তী ঢেউয়ে উত্থানের শক্তি,

তেমনি এক আত্মা দিয়ে যায় নিজের শক্তি-

ভবিষ্যৎ আত্মায় ।

ছয় ॥

হে পাশ্চাত্যবাসিগণ! তোমরা বলছ-

ক্রুশবিন্দু হলে বৃদ্ধি পেত বুদ্ধের মহিমা ।

হায়- ঠিক!

রোমক নিষ্ঠুরতার হে পূজারীগণ!

তোমরা কেবলই চাও অসাধারণ কাণ্ড, এপিক গর্জন,

‘হেঁটমুণ্ডে অতলস্পর্শে গহ্বরে নিক্ষেপের’

মিল্টনীয় চিৎকার ।

খ্রীস্টকে পেরেক ঠুকে মারা হয়েছে, তিনি ককিয়ে কেঁদেছেন,

খুবই পছন্দ তোমাদের ।

জীবনের সামান্য ঘটনার কবিত্ব তুচ্ছ তোমাদের কাছে,

আমাদের কাছে কিন্তু নয় ।

অপূর্ব লাগে বুদ্ধের জীবনের ছোটখাটো ঘটনাগুলি ।

যেমন ধরো না কেন-

মৃতপুত্রকে বুকে নিয়ে মা এসেছে কাঁদতে- কাঁদতে-

‘হে বুদ্ধ! হে প্রভু! জীবন দান করো পুত্রের,

সকলই সাধ্য তোমার ।’

বুদ্ধ বললেন করুণা-কণ্ঠে,



‘মাতঃ! প্রাণভিক্ষা করছ পুত্রের?

তার আগে ভিক্ষা করে আনো এক মুঠা শ্বেত সরিষা,  
এমন গৃহ থেকে যেখানে প্রবেশ করেনি মৃত্যু।’

‘শুধু এই? এ সামান্য? এখনই আনছি-’

ছুটে বেরিয়ে গেল জননী, সারাদিন ঘুরল দ্বারে-দ্বারে,

কিন্তু পেল না, কারণ মৃত্যু নেই এমন গৃহ নেই।

মৃত্যুস্রোতের কূলে দাঁড়িয়ে পুত্রহারা মা জেনেছিল-

জীবনের অনিবার্য সত্য-

মৃত্যু।

আরও কাহিনী-

বুদ্ধ কাঁধে তুলে নিয়েছেন ছাগশিশুটিকে।

ছাগশিশু খুঁড়িয়ে হাঁটছিল যুপকাঠের দিকে-

বলির পশুদের সঙ্গে।

বুদ্ধ এসে দাঁড়ালেন রাজদ্বারে

পুণ্যলোভাতুর নৃপতিকে বললেন,

হে মহারাজ! ছাগশিশুকে বলি দিলে যে পুণ্য

তারো চেয়ে বহুগুণ পুণ্য পাবে মানুষকে বলি দিলে।

আমি প্রস্তুত- ছাগশিশুর স্থান নিতে।

হেলায় রাজসম্পদ ত্যাগ করে বুদ্ধ নেমেছেন পথে-

এর নাটকীয় সৌন্দর্যে মুগ্ধ তোমরা ; হে, পাশ্চাত্যবাসী!

ওটা কোনো বিরাট ব্যাপার নয় ভারতবর্ষে।

এক ক্ষুদ্র রাজার পুত্র গৌতম, কি-বা ঐশ্বর্য

তার মতো ত্যাগ অনেকেই করেছেন পূর্বে।

কিন্তু কোন তুলনা নেই নির্বাণ পূর্ববর্তী ঘটনার,

সহজের অপূর্ব সৌন্দর্যে পূর্ণ সেগুলি।-

রাত্রি গভীর, বৃষ্টি ঝরছে অবিরাম।

বুদ্ধ দাঁড়ালেন এসে এক গোপের কুটীরে,

ছাঁচের নিচে দেওয়ালের গা ঘেঁষে।

ছাঁট দিয়ে জল ঝরছে। বাতাসের ঝাপট।

জানালা দিয়ে গোপ চকিতে দেখল সন্ন্যাসীকে।

‘বা! বা! গেরুয়াধারী যে! থাকো ওখানে।

ওই তোমার ঠিক জায়গা।’





গান ধরল সে-

‘গোরু-বাছুর উঠেছে গোয়ালে, আগুনে তপ্ত ঘর,  
নিরাপদ পত্নী আমার, সুখে নিদ্রিত সন্তানেরা,  
সুতরাং মেঘগণ! আজ রাত্রে-  
তোমরা বর্ষণ করো স্বচ্ছন্দে।’

বুদ্ধ উত্তর দিলেন-

‘আমার মন সংযত, ইন্দ্রিয় প্রত্যাহত,  
হৃদয় দৃঢ় ও সুস্থির।  
সুতরাং হে মেঘগণ! আজ রাত্রে-  
তোমরা বর্ষণ করো স্বচ্ছন্দে।’

গোপ গাইল-

‘ঐতের ফসল কাটা শেষ, খড় উঠেছে খামারে,  
জলভরা নদী, মজবুত বাঁধানো পথ,  
সুতরাং হে মেঘগণ! আজ রাত্রে-  
তোমরা বর্ষণ করো স্বচ্ছন্দে।’

গাইতে- গাইতে- লাগল গোপ,  
উত্তর দিয়ে গেলেন বুদ্ধ একই ভাবে।  
ক্রমে নম্র হয়ে এল গোপের কণ্ঠ,  
নত হল সে বুদ্ধের চরণে,  
অনুতপ্ত হৃদয়ে- শিষ্যত্বের জন্য।

মৃত্যুতে মহীয়ান বুদ্ধ- জীবনের মতোই।  
অস্ত্যজ জাতির এক মানুষ আহাৰ্য দিল তাঁকে,  
দুষ্ট উপাদানে, অশুচি পরিবেশে প্রস্তুত খাদ্য।  
বুদ্ধ শিষ্যদের বললেন, তোমরা খেয়ো না এ জিনিস,  
কিন্তু আমি তো পারব না প্রত্যাখান করতে।  
যাও, বলে এসো ঐ মানুষটিকে,  
আমার সর্বোচ্চ সেবা সে করেছে,  
আমাকে মুক্ত করেছে এই দেহের বন্ধন থেকে।

বুদ্ধ বিদায় নেবেন পৃথিবী থেকে,  
বৃক্ষতলে বিছানো চীর,  
সিংহের ন্যায় দক্ষিণ পার্শ্বে শয়ান আনন্দময় পুরুষ,  
মৃত্যুর প্রতীক্ষায়।



প্রিয় শিষ্য আনন্দ কাঁদছিলেন ।  
বুদ্ধ তিরস্কার করে বললেন,  
জেনে রাখো, বুদ্ধ ব্যক্তিবিশেষ নন,  
এটি এক উচ্চ অবস্থা, যে-কেউ লাভ করতে পারে ।  
অন্য কাউকে অর্চনা নয়-  
অন্তদীপো ভব ।  
সিংহ যেমন ভীত নয় শব্দে,  
জালবদ্ধ নয় বায়ু, জললিপ্ত নয় পদ্মপত্র,  
তেমনি একাকী বিচরণ করো ।  
দৃষ্টি দিও না পথের দিকে, গ্রাহ্য করো না কোনো কিছু,  
অগ্রসর হও একাকী ।

শেষ মুহূর্ত ঘনিয়ে আসছে তথাগতের,  
সকলে নীরব রুদ্ধশ্বাস!  
দূরাগত এক সহসা ছুটে এল সেখানে,

উপদেশপ্রার্থী ।  
হবে না, সম্ভব নয়- শিষ্যরা ফেরালো তাকে ।  
বুদ্ধ থামালেন ।  
বুদ্ধ বললেন, ওকে আসতে দাও,  
তথাগত সর্বদা প্রস্তুত ।

সত্য- গভীরভাবে সত্য- এই কাহিনী ।  
আমি দেখেছি তাঁকে স্বচক্ষে ।

“জীবে প্রেম করে যেই জন  
সেই জন, সেবিছে ঈশ্বর” ।

জয়তু বুদ্ধ শাসনম্



# সংগীতালেখ্য “আর্য্যশ্রাবক বনভণ্ডে”

## VCD

সম্পাদনায়: \_\_\_\_\_

শ্রীমৎ আনন্দমিত্র ভিক্ষু

শ্রীমৎ বীরসেন ভিক্ষু

রাজবন বিহার, রাজ্যমাটি।

১৫

রচনায় ও সংগীত পরিচালনায়: \_\_\_\_\_

শিল্পী শাক্যমিত্র বড়ুয়া

পরিচালনায়: \_\_\_\_\_

মিলন বড়ুয়া

কণ্ঠে: \_\_\_\_\_

শাক্যমিত্র বড়ুয়া, তপন বড়ুয়া, চম্পা বড়ুয়া

তন্বী বড়ুয়া, রশ্মি বড়ুয়া ও হৈমন্তী বড়ুয়া

ধারা বর্ণনায়: \_\_\_\_\_

অধ্যাপক প্রিয়তোষ বড়ুয়া

সার্বিক সহযোগিতায়: \_\_\_\_\_

আল্পনা বড়ুয়া ও পলাশ বড়ুয়া

সার্বিক তত্ত্বাবধানে: \_\_\_\_\_

তপন বড়ুয়া

সন্জয় বড়ুয়া চৌধুরী (মুন্না)

প্রচারণা ও প্রযোজনায়: \_\_\_\_\_

মিথুন বড়ুয়া ও লোটন বড়ুয়া

ফ্রান্স প্রবাসী

পরিবেশনায়: \_\_\_\_\_

রাণী ইলেকট্রনিক্স

২৮, হাজারী লেইন, চট্টগ্রাম।

মোবাইল : ০১৮১৬-০১৯৩৪৯



সুৱে: হিমালয় হতে কপিলাবন্ত, কপিলাবন্ত হতে লুধিনী কানন, লুধিনী কানন হতে  
অনোমা নদী, অনোমা নদী হতে নৈৰঞ্জন নদীকূলে ভগবান বুদ্ধের গয়াধাম। গয়াধামের  
বজ্রাসন হতে সারানাথ, সারানাথ হতে বেণুবন বিহার, বেণুবন বিহার হতে জেতবন  
বিহার, বিশাখার পূৰ্বাৰাম বিহার, কুশীনগরে মহাপৰিনিৰ্বাণ, ভগবান বুদ্ধের মহাশ্রাশান,  
গয়াধাম হতে বাংলাদেশ, বাংলাদেশের পাৰ্বত্য চট্টগ্রাম ৰাষ্ট্ৰমাটি ৰাজবন বিহার হিন্দু,  
মুসলিম, বৌদ্ধ, খৃষ্টান সৰ্বজাতিৰ তীৰ্থস্থান। উত্তরে খাগড়াছড়ি, দক্ষিণে বান্দৰবান  
বনভণ্ডে, বনভণ্ডে তোমাৰ চরণধূলি মাথায় ৰাখিব, সমগ্র বৌদ্ধ জাতি বড়ই ভাগ্যবান।

### গান - এক

ৰচনায় : পৰমপূজ্য বনভণ্ডে

জয়, জয়, বুদ্ধ পতাকা  
অহিংসা বিজয় নিশান;  
গাওৱে সকলে ঐক্য বিতানে,  
অহিংসা মিলন গান ॥ (দুইবাৰ)

আজি বিশ্বব্যাপীয়া অহিংসা হিল্লোলে,  
জাগে মহাবিশ্ব সাম্য মৈত্ৰী সলিলে। (দুইবাৰ)  
আকাশে বাতাসে বন উপবনে,  
নদী কল্লোলে ধৰেছে টান ॥ (দুইবাৰ)

জাতি ভেদাভেদ বৈষম্য হিমাঙ্গি,  
লজিয়াছিল মহান জলধি। (দুইবাৰ)  
সকল বন্ধন কৰি অবসান,  
গাওৱে সকলে ঐক্য বিতান। (দুইবাৰ)

ছয় ৰং পতাকা শান্তিৰ নিশান,  
জয় জয় বুদ্ধ পতাকা ॥ ঐ

কথা : ৮ই জানুৱাৰী ১৯২০ খৃঃ ৰাষ্ট্ৰমাটি জেলায় ১১৫নং মগবান মৌজাস্থ মোড়গোনায়ে  
এক নিৰুপম পত্নীতে পুণ্যবান হাৰুমোহন চাকমা ও পুণ্যবতী বীৰপুদি চাকমাৰ কোল জুড়ে  
জন্ম নিল মানিক ৰতন। সমুদ্ৰ ও নদীতে তখন পূৰ্ণ জোয়াৰ। মহাকাশে গ্রহ-নক্ষত্ৰেৰ  
মিলন মেলা। আনন্দঘন পৰিবেশে বৌদ্ধ জাতিৰ কুলৱি শিশুটিৰ জন্ম।



## গান - দুই

রাজ্যমাটির মাটিতে, মোড়গোনা গ্রামেতে  
 পাড়া-পড়শী আসে সবায় নাচিতে নাচিতে  
 কি আনন্দ - কি আনন্দ, কি আনন্দ  
 মা-বাবার মনেতে, গ্রামবাসীর মনেতে  
 ঢোল বাজে, বাদ্য বাজে তালে তালে, তালেতে ॥  
 মোড়গোনা গ্রামেতে আনন্দ ধ্বনিতে  
 পাখিরা সব গান ধরে, বনেতে ফুল ফুটে  
 কুলু কুলু, ছলাৎ ছলাৎ পানির শব্দ ফুটে উঠে কর্ণফুলী নদীতে ॥

কথা : মায়ের স্নেহ আদরে শিশু দিন দিন বড় হতে থাকে। একদা শুভলগ্নে শুভক্ষণে ছোট শিশুর নাম রাখা হল রবিবারের সাথে মিলিয়ে রথীন্দ্র। এইভাবে রথীন্দ্র ছেলেবেলার বন্ধুর সাথে সকলে পথে, ঘাটে খেলতে খেলতে শিশু থেকে কৈশোর, কৈশোর থেকে প্রাকৃতিক নিয়মে যৌবনে পদার্পণ করেন। ছোটবেলা থেকে রথীন্দ্র ছিলেন বুদ্ধপূজারী। একদিকে তার মন প্রাণ প্রচণ্ডভাবে ধাবিত ছিল বুদ্ধনীতির দিকে। সংসারের নানান দুঃখ, যন্ত্রণা, মারামারি, হানাহানি, অহংকার, হাহাকার হিংসা-বিদ্বেষ তিনি দেখেছেন নিজের চোখে, যার ফলে তার মনে দেখা দেয় সংসার ত্যাগ এবং প্রব্রজ্যা। বিশেষ করে মোড়গোনায় একদা এক সুন্দরী মহিলার মৃত্যু দেখে এবং তার স্বামীর হৃদয় বিদারক কান্না দেখে রথীন্দ্রের মন অস্থির হয়ে উঠে-এ মর্মান্বিত দৃশ্য দেখে রথীন্দ্রের মনকে ভীষণভাবে নাড়া দেয়।

## গান - তিন

আমি ঘুমের ঘোরে দেখিয়াছি ভগবান  
 আমি পড়ে আছি তোমার পদতলে  
 পূজার থালাটি রেখেছি সাজায়ে  
 আমার ভক্তি রসাজ্বলে ॥

তুমি রাজপথে চলছো প্রভু রাজসন্ন্যাসী  
 আমি সারাজীবন দেখলাম প্রভু তোমার মুখের হাসি  
 তুমি সর্বত্যাগী মহাজ্ঞানী এই ভূমন্ডলে ॥



আমি তোমার কথা যতই ভাবি  
ততই লাগে ভালো  
আমার মন কালিমা যায়রে ধূয়ে  
ফুটে জ্ঞানের আলো ॥

গেরুয়া বসনে শ্রুত তোমায় যখন আমি হেরি  
তুমি ভিক্ষাপাত্র নিয়ে হাতে ঝড়াও শান্তি বারি  
আমার ইচ্ছে করে তোমার দুটি চরণ  
ধোয়াই নয়ন জলে ॥

কথা : অবশেষে সেই শুভদিন, শুভলগ্ন তাঁর জীবনে এসে গেল। চারি আর্থ্যসত্য, আর্থ্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের মাধ্যমে অনিত্য সংসারকে জয় করতে উপনীত হলেন গর্ভধারিণী মাতা ও পিতার পাদপদ্মে বিদায় নেবার জন্য। পুণ্যবতী মাতা পুণ্যবান পিতা পুণ্যের অজস্র ধারায় সম্পূর্ণ পুণ্যমানে বড় সন্তান রথীন্দ্রকে বিদায় দিলেন মুক্তির পথে বুদ্ধশাসনে। রথীন্দ্রের মনে ভেসে আসে আনন্দের সূর—

### গান - চার

ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি, নক্ষত্র ফাল্গুনী  
হেনকালে বুদ্ধ পদে বৌদ্ধ কূলমণি  
“সাধনানন্দ” সাধনানন্দ তাঁহার নাম রাখিল  
স্বর্গ হতে পুষ্পবৃষ্টি ঝরিতে লাগিল  
গেরুয়া বসন পরে নবীন সন্ন্যাসী  
ভিক্ষাপাত্র হাতে তাঁহার মুখে মধুর হাসি  
কি আনন্দ বহিয়া যায়—  
সাধনানন্দের মন মাঝে  
বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘ নামে.....  
ভক্তি ভরে দেখে সবায়.....

কথা : শহরের পরিবেশে ‘সাধনা’ সম্ভব নয় বিধায় নবীন সন্ন্যাসী সাধনানন্দ শ্রামণ গুরু ভক্তকে সব খুলে বললেন এবং যথাসময়ে অনুমতি নিয়ে গুরুভক্তকে বন্দনা করে রাংগামাটির গভীর অরণ্যের দিকে যাত্রা করলেন। পথে গুরু “চিৎমরম বৌদ্ধ বিহার,



ধূলাছড়ি, বেইখ্যাং, কেংড়াছড়ি বৌদ্ধ বিহার দর্শন করেন। অবশেষে চন্দ্র, সূর্যের আলো পড়ে না এমন গভীর বন 'ধনপাতা' নামক স্থানে গভীর ধ্যানে মগ্ন হলেন। চারিদিকে ভয়ংকর হিংস্র জন্তু, বিষধর সর্প, মাঝখানে সাধনানন্দ শ্রামণ "আসন পাতা" ধ্যানে রত। স্বর্গের ইন্দ্র তখন গান ধরে-

## গান - পাঁচ

যতই দেখি প্রভু তোমায় মনের সাধ যে মিটে না  
বহু যুগ পরে আবার পুরায় মনের বাসনা ॥  
বুদ্ধ পূজারী তুমি, তোমার পদে নমামি  
স্বর্গের ইন্দ্র, দেবগণের আনন্দের বাঁধ মানে না ॥  
তুমি থাক তোমার ধ্যানে, ভগবান বুদ্ধ নামে  
অশান্ত মানুষগুলি কেন শান্তির রূপ ধরে না ॥

কথা : ধনপাতা গভীর অরণ্যে ১২টি বৎসর তিনি ধ্যানমগ্ন অবস্থায় শীতগ্রীষ্ম, বর্ষা, ঝড়, তুফান বিভিন্ন কারণে তাঁর পরিধেয় চীবর ছিন্ন, ভিন্ন হয়ে যায়। অনাহারে, অর্ধাহারে তার শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। এ দৃশ্য অবলোকন করে স্বর্গের ইন্দ্র মানবরূপ ধারণ করে নেমে আসেন নূতন একখানা চীবর হাতে করে। চীবর উৎসর্গ করে বলে উঠলেন, 'ভন্তে' আপনি চীবর ধারণ করুন। এইভাবে আরও কিছুদিন পর 'বুদ্ধপূজারী সাধনানন্দ' দুর্বল হয়ে পড়লে সেই ইন্দ্র ফ্লাস্ত্রভর্তি গরম দুধ পান করায় শরীরে শক্তি সঞ্চার করালেন। এইভাবে গভীর থেকে গভীরতর ধ্যানে মগ্ন হয়ে সমস্ত অরিকে হত করে লাভ করেন অরহত। বিদুৎসম চারিদিকে, সমগ্র বাংলাদেশে তথা সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল একটি নাম 'মহাসাধক বনভন্তে'।

## গান - ছয়

বনভন্তে, বনভন্তে রাংগামাটির মাটিতে  
কি সুন্দর জ্বলছে আলো বুদ্ধ, ধর্ম, সংঘেতে ॥  
বৌদ্ধ জাতি বাংলাদেশে জাগিয়া উঠিল  
সারাবিশ্বে বনভন্তের নাম ছড়ালো ॥  
হিমালয় হতে রাংগামাটি সেতুবন্ধন ছিল বুদ্ধযুগেতে ॥  
রাংগামাটির জঙ্গলে, বনভন্তের মঙ্গলে  
স্বর্গ হতে দেবগণে পুষ্প বৃষ্টি করে গো রাংগামাটিতে ॥  
রাংগামাটির পথ আমার মন ভোলালো  
ভক্তগণে রঙ, বেরঙের পূজা সাজালো  
বনভন্তে পূজা করে নয়ন জলেতে।





কথা : সুদীর্ঘ ৫৮ বৎসর কোন আরাম, আয়েশ এবং বিছানার সাথে বনভন্তের কোন সংযোগ ছিল না। বাঘাইছড়ি, দীঘিনালা, পানছড়ি, কাচালং, দুবছড়ি, লংগদু, তিনটিলা, ভাইবোন ছড়া ও ধনপাতা বিভিন্ন গভীর জঙ্গলে বা বনে বনভন্তে ধ্যানে রত ছিলেন। ১৯৬৫ সালে চাকমা রাজগুরু অগ্রবংশ মহাহুবিরের উদ্যোগে এবং শ্রীমৎ জ্ঞানশ্রী মহাহুবিরের সহযোগিতায় সাধনানন্দ শ্রামণ ভিক্ষুর আসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশে প্রথম তিনটিলায় বনবিহারে বিশাখার প্রবর্তিত নিয়ম অনুযায়ী কঠিন চীবর দান শুরু করেন যা' এখনও রাজবন বিহারে প্রচলিত আছে। ১৯৭৪ সালে বিজয় চাকমা, রাজা দেবশীষ রায় ও রাংগামাটির গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গসহ রাণী আরতি রায়ের একান্ত প্রচেষ্টায় 'রাজবন বিহারে' লক্ষ লক্ষ ভক্তবৃন্দের উপস্থিতিতে বনভন্তেকে স্ব-সম্মানে নিয়ে আসেন। শুরু হলো বুদ্ধ যুগের মত কঠিন চীবর দান ও বনভন্তের অমূল্য দেশনা। অতঃপর বনভন্তের জন্য কাঁচা কুটির, উপাসনা বিহার এবং চক্রমণ ঘর তৈরী করে উক্ত পাহাড়টি উৎসর্গ করে বনভন্তের নামে দান করিয়া দিলেন। শুরু হলো রাজবন বিহারে 'বহজন হিতায়, বহজন সুখায়' ধর্মদেশনা। ধ্বনিত হলো সমগ্র বিশ্বে শান্তির অমিয় ধারা।

## গান - সাত

সাধনানন্দ বনভন্তে, তোমারে জানাই প্রণাম  
রাংগামাটির রাজবন বিহার হলো আজি তীর্থস্থান ॥  
ভগবান বুদ্ধের পূজারী হইয়া  
গভীর ধ্যানে রইলে ডুবিয়া  
সাধন মার্গে উঠিলে জাগিয়া তাইতো তুমি এতই মহান  
বনভন্তে রাজবন বিহার বৌদ্ধ জাতির অলংকার  
রাংগামাটি হল যে আজি সর্বলোকের পুণ্যস্থান।  
তুমিতো ধ্যানী, তুমিতো জ্ঞানী  
তোমার মুখে বুদ্ধবাণী  
যখন আমরা কর্ণে শুনি, জুড়ায় আমাদের অশান্ত প্রাণ  
তোমার মুখে ধর্মদেশনা, কি অপূর্ব বোঝাতে পারবনা  
বৌদ্ধ জাতিরে অন্ধকারে দেখালে তুমি আলোর সন্ধান ॥  
ভগবান বুদ্ধের পদতলে  
সারাটি জীবন সাধনা করিলে  
জন্ম, মৃত্যু, জ্বর, ব্যাধি করেছ তুমি অনুসন্ধান  
বনভন্তে রাজবন বিহার  
খোলা থাকবে সকল দুয়ার  
আসিবে তুমি যুগে, যুগে, তুমি যে আমাদের প্রতিষ্ঠান।



## পরমপূজ্য বনভণ্ডের বাণী

ত্যাগ কর ত্যাগ কর, ত্যাগে মহাসুখ  
জন্মালে জন্ম বাড়ে, জন্ম মহা দুঃখ ।

জ্ঞান তরে প্রশ্ন কর, অন্যথায় নয়  
জন্মে জন্মে জ্ঞানী হও কর মার জয় ॥  
সূতর্কে বাড়ায় জ্ঞান, কুতর্কে অজ্ঞান  
জ্ঞান আর ধ্যান দিয়ে পাবে বুদ্ধজ্ঞান ।

সুর : শাক্যমিত্র বড়ুয়া, শিল্পী : তম্বী বড়ুয়া

হাসিতে-খুশিতে নয় রসিকতা  
হাসিতে-খুশিতে হয় শিক্ষকতা

দাও প্রভু জ্ঞান বল, শক্তি অমরতা,  
ত্যাগে বিমল বুদ্ধি, দৃষ্টি অসারতা ॥

সুর : শাক্যমিত্র বড়ুয়া, শিল্পী : তম্বী বড়ুয়া

সকল প্রকার স্বীয়, স্বাধীনতা সুখ  
সকল প্রকার পর, অধীনতা দুঃখ ।  
সাধারণেরা দুঃখ ভোগ করে বহুতর  
চারিযুগ অতিক্রম বড়ই দুষ্টর ।

বড় হয়ে ডিসি হও, পিয়নে থেকে না  
ছোট হলে বড় দুঃখ জীবনে বাঁচে না ।

সুর : শাক্যমিত্র বড়ুয়া, শিল্পী : রশ্মী বড়ুয়া

নয় দূরে নয় কাছে, খুঁজিলেই পায়  
লোভ, দ্বেষ, মোহ, হিংসা ঢাকিয়াছে গায়,  
আবরণ খুলে ফেল, দেখিবে নির্বাণ  
চির শান্ত হবে, রইবে অম্লান ।

তাল, লয়, সুর, ছন্দ বুঝিলে গায়ক  
স্মৃতিতে চলিলে যোগী, ধ্যান সহায়ক ।

সুর : তপন বড়ুয়া, শিল্পী : তম্বী বড়ুয়া



## পরমপূজ্য বনভাস্তের বাণী

সুখে থাকিও না দুঃখেও থাকিও না  
সুখ মেলে লোভ বাড়ে, দুঃখ পেলে হিংসা বাড়ে ।

অতীতের যা কিছু ফেলে দাও অতীতে  
কদাপিও না দিও তারে পুনঃ আবির্ভাব হতে ।

সুর : তপন বড়ুয়া, শিল্পী : হৈমন্তী বড়ুয়া

সর্বদাই থাক যদি পাপে লজ্জা ভয়  
ক্রমান্বয়ে জয় কর, হবে মার জয় ।

পূর্বের সঞ্চিত পুণ্য বুদ্ধের নির্দেশ  
নিজের চেষ্টায় হয় নির্বাণ উন্মোচ ।

সংগ্রামী হও সবে নির্বাণ লাগিয়া  
বিদর্শনে রত হও নিশীতে জাগিয়া ।

বীর্য জ্ঞান সাথে করে কর্মের সাধন  
ফলিবে সুফল যথা মনি ও কাঞ্চন ।

সুর : প্রচলিত (কীর্তন), শিল্পী : তন্মী বড়ুয়া

শিশুকাল শুধু খেলায়, যৌবনকাল রসের মেলায়  
বৃদ্ধকাল অনেক জ্বালায়, কী নেবে যাবার বেলায় ।

শিশু, যুব, বৃদ্ধ যারা, হইও নাকো আত্মহারা  
নির্বাণ পথে চলবে যখন, অমৃত সুখ পাবে তখন ।

সুর : তপন বড়ুয়া, শিল্পী : হৈমন্তী বড়ুয়া



## পৰমপূজ্য বনভন্তের বাণী

ধন-জন সবকিছু অনিত্যই ভবে  
প্রার্থনাই সঠিক তবে তাহা কর সবে ।

চির শান্ত হও, সবে সদ্ধর্ম পুকুরে  
স্নানে পরিস্কার কর চিত্তের মুকুরে ।

শঙ্করূপ মূল্য দাও, যদি চাও মুক্তি  
মুক্তির লাগিয়া চল, নাই অন্য যুক্তি ।

সুর : তপন বড়ুয়া, শিল্পী : হৈমন্তী বড়ুয়া

অঙ্ক মিলিলে হয়, ছাত্রে আনন্দ অপার  
বনভন্তের শর্ত পুরিলে হয় পরাজয় মার ।

মহাসুখে থাকিবে তুমি ইন্দ্রিয় দমিয়া  
পুনঃ পুনঃ না জন্মিবে নির্বাণ লভিয়া ।

লেখাপড়া শিখে তুমি গর্ববোধ কর,  
মান তৃষ্ণা ত্যাগ বুদ্ধ পথ ধর ।

সুর : তপন বড়ুয়া, শিল্পী : হৈমন্তী বড়ুয়া



## পরমপূজ্য বনভক্তের বাণী

সুখ দুঃখ প্রতিঘাতে স্থির যার মন  
সন্তোষ সুখের ক্রোড়ে দুলে সে জন ।

‘আমি’ নামে কিছুই নাই, মনের আগর  
আয়ু শেষে হয় শুধু, যমের সাগর ।

সারাদিন বৃথা আলাপে সালাপে দিন কাটাইয়া  
রাত্রি বেলা ঘুমে নিঘোর হইয়া  
মূৰ্খ ব্যক্তি কিভাবে পাইবে মুক্তি?

ভোগ, তৃষ্ণা, ক্রোধ যার যতই প্রবল  
সুখ-শান্তি নাই মিলে লাঞ্ছনা কেবল ।

নাম, যশ, মান, গর্ব ও পদোন্নতি  
অনিত্য অসার সব ক্রমের গতি ।

ভালবাসা, প্রেম যত প্রীতির বন্ধন  
পরিণামে হয় শুধু বিলাপ আর ক্রন্দন ।

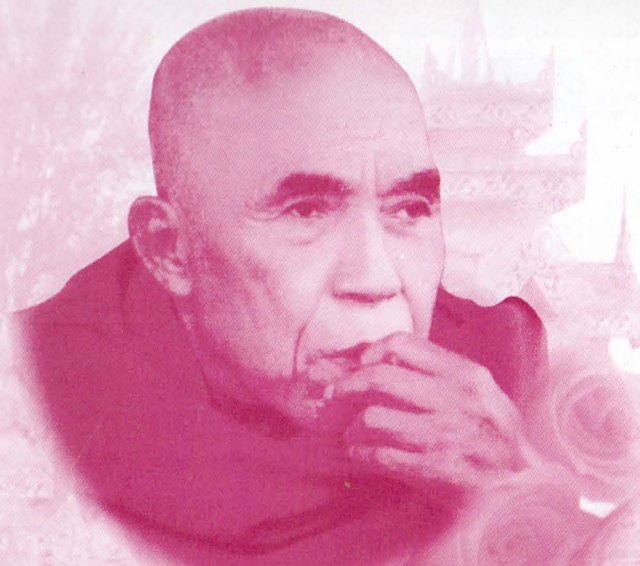
ধন, জন, বল পূর্ণ পরিবার  
কালের প্রবাহে সব ছাড়খার ।

অবিদ্যা সংস্কার তৃষ্ণা হলে অবসান  
পঞ্চকক্ষ ক্ষয়ে হয় পরম নির্বাণে ।

ফেনা তুল্য দেহ সব দুঃখের আগার  
অনিত্য দর্শনে হবে ভব পারাপার ।

স্ত্রীয়ে স্বামী বন্দী, শিখরে বন্দী গাছ  
বুদ্ধিতে সাগর বন্দী, জলে বন্দী মাছ ।





আমরা দু'জন আপনাদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি ও প্রয়াসটুকু অর্পণ করলাম  
পরমপূজ্য বনভন্তের পবিত্র মঙ্গলময় চরণে..



প্রয়াত বীরভদ্র বড়ুয়া



প্রয়াত হরেন্দ্র লাল বড়ুয়া

**শাক্যমিত্র বড়ুয়া**

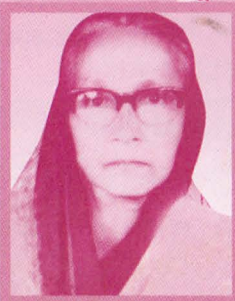
পিতা : প্রয়াত বীরভদ্র বড়ুয়া ও

মাতা : প্রয়াতা ঐরাবতী বড়ুয়া

গ্রাম: কানাইমাদারী, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম।



প্রয়াতা ঐরাবতী বড়ুয়া



প্রয়াতা দীপ্তি মুৎসুদ্দী

**মিলন বড়ুয়া**

পিতা : প্রয়াত হরেন্দ্র লাল বড়ুয়া

গ্রাম: ধুমারপাড়া, রাউজান, চট্টগ্রাম

ও শাশুড়ীমাতা প্রয়াতা দীপ্তি মুৎসুদ্দী

গ্রাম : মহামুনি পাহাড়তলী, রাউজান চট্টগ্রাম।